



127499 - যবে ব্যক্তজিদ্দেদাতে থাকে হজ্জেরে জন্য মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধেছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি জিদ্দেদাতে থাকি। গত বছর আমি ও আমার স্ত্রী ফরজ হজ্জ আদায় করছি। হজ্জ করার আটদনি আগে আমরা উমরা আদায় করছি। আমরা নজিদেরে ঘর থেকে ইহরাম না বাঁধে আয়শো মসজদি থেকে ইহরাম বাঁধেছি। এটিকি ঠিকি হল? আমাদরেককে কি ফদিয়া দতি হব? ফদিয়া দয়োর পদ্ধত কি? ফদিয়া কার মধ্যে বণ্টন করত হব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

জদ্দেদাবাসী যদি জদ্দেদা থেকে হজ্জ বা উমরার নয়িত করনে তাহলে তাদরেককে সেখন থেকেই ইহরাম বাঁধতে হব। কারণ জদ্দেদা মীকাতরে ভতেরে স্থান। জদ্দেদাবাসীর হুকুম হচ্ছ মীকাতরে ভতেরে মক্কার আশপাশে অবস্থানকারীদের হুকুম। তারা যখন থেকে নয়িত করবে সেখন থেকে তাদরেককে ইহরাম বাঁধতে হব।

এর দললি হচ্ছ বুখারি (১৫২৬) ও মুসলমি (১১৮১) কর্তৃক ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি হাদিস- “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীকাতগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মদনীর অধিবাসীদের জন্য- যুল হুলাইফা; সরিয়ীর অধিবাসীদের জন্য- জুহফা; নজদ এর অধিবাসীদের জন্য- ক্বারনুল মানাযলি; ইয়মেনেরে অধিবাসীদের জন্য- ইয়ালামলাম। এ মীকাতগুলো তাদরে জন্য যারা এ স্থানগুলোতে বসবাস করে কতিবা এ স্থানগুলো যাদরে পথে পড়ে; সে সব ব্যক্তদেরে জন্য যারা হজ্জ ও উমরা আদায়রে নয়িত বরেয়িছে। আর যবে ব্যক্তি এ মীকাতগুলোর ভতেরে অবস্থান করে সে তার পরবীর থেকে ইহরাম বাঁধবে। অনুরূপভাবে মক্কাবাসী মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে।

শাইখ বনি বায বলনে:

উমরা আদায়কারী মক্কায় আসার পথে যবে মীকাত দিয়ে পথ অতিক্রম করবে সে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধবে; যদি সে মীকাতরে বাহরিরে বসবাসকারী হয়।

আর যদি মীকাতরে ভতেরে বসবাসকারী হয়; যমেন জদ্দেদা, উম্মুস সালম, বাহরা, লাযমিা, শারায়হে ইত্যাদি এলাকার অধিবাসী তারা যখন থেকে হজ্জ কতিবা উমরার নয়িত করছে সেখন ইহরাম বাঁধবে। সমাপ্ত [ইসলামী ফতোয়া (২/৬৯০)]



শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

যে জদ্দেদাবাসী উমরা করার নয়িত করছে তার উপর জদ্দেদা থেকে ইহরাম বাঁধা ওয়াজবি; জদ্দেদা যনে অতক্ৰিম না হয়।

সমাপ্ত [লকিউল বাব আল-মাফতুহ (২৪/১২১)]

পূর্ববোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলব:

আপনি আয়শো মসজদি থেকে যে ইহরাম করছেন সটো যদি হজ্জের আগে যে উমরা করছেন সে উমরার ইহরাম হয়ে থাকে তাহলে আপনারা ইহরাম করার নির্ধারিত স্থান তথা মীকাত অতক্ৰিম করে ইহরাম করছেন। যহেতে আপনাদের অবস্থানস্থল হচ্ছ- জদ্দেদা; সটোই আপনাদের মীকাত।

সতক্ৰতামূলক আপনাদের করণীয় হব: প্রত্যেকেরে পক্ষ থেকে একটি ছাগল জবাই করা। মক্কাত জবাই করে এর গশেত মক্কার গরীবদেরে মধ্যে বতিরণ করে দিতে হব; এ গশেত নজিরো খাওয়া যাবে না।

ইবনে উছাইমীন বলেন:

কটে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত মীকাত থেকে ইহরাম না বাঁধে তদুপরিতার ইহরাম সহি হব; তার হজ্জ-উমরাও সহি হব। তবে আলমেগণ বলেন: মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা হজ্জ কথিবা উমরার একটি ওয়াজবি আমল। আর কটে যদি হজ্জ কথিবা উমরার কোন একটি ওয়াজবি বর্জন করে তাকে ফদিয়া দিতে হব। এই আমলেরে ঘাটতি পূরণ করার জন্য তাকে ফদিয়া দিতে হব। এই ফদিয়া (পশু) মক্কাত জবাই করে এর গশেত মক্কার গরীবদেরে মধ্যে বণ্টন করে দিতে; এর গশেত খাওয়া যাবে না। এরপর আলমেগণ আরও বলেন: যদি কটে সক্ষম না হয় তাহলে সে দশদনি রোজা রাখবে। আর কোন কোন আলমে বলেন: তাকে কোন কিছু করতে হব না। সঠিকি মতানুযায়ী যদি ফদিয়া দিতে না পারে তাহলে তাকে কিছু করতে হব না। কারণ এমন কোন সহি দলিল নই যে, কটে যদি কোন ওয়াজবি বর্জন করে ফদিয়া দিতে অক্ষম হয় তাকে দশদনি রোজা রাখতে হব। [লকিউল বাব আল-মাফতুহ (১৪/১৭৫)]

আর আপনারা আয়শো মসজদি থেকে যে ইহরাম বঁধেছেন সটো যদি উমরা আদায় করার পর আপনাদের হজ্জের ইহরাম হয়ে থাকে এবং আপনাদের উমরার ইহরাম জদ্দেদা থেকে বাঁধা হয়ে থাকে তাহলে আপনাদেরকে কোন কিছু করতে হব না। যদিও আপনাদের উপর ওয়াজবি হচ্ছ মক্কাত যখনে অথবা অন্য যে স্থানে আপনারা উঠছেন সখোন থেকে ইহরাম বাঁধা; আয়শো মসজদি কথিবা হারামেরে বাইরেরে অন্য কোন স্থানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নই।